



175070 - নামাযে দোয়া করার স্থানসমূহ

প্রশ্ন

নামাযে দোয়া করার স্থানগুলো কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নামাযে দোয়া করার স্থানসমূহ দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যে স্থানগুলোতে দোয়া করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ এসেছে ও দোয়া করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। নামাযীর জন্য এ স্থানগুলোতে তার সাধ্যানুযায়ী দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করা মুস্তাহাব। দোয়ার মধ্যে তিনি আল্লাহর কাছে নিজের সাধারণ প্রয়োজন পশে করবেন এবং দুনিয়া ও আখরোতে যে সব কল্যাণ পতে পছন্দ করেন সেগুলোও প্রার্থনা করবেন।

প্রথম স্থান: সজেদাতে। এর দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে বেশি নকিটবর্তী হয় সজেদারত অবস্থায়। অতএব, তোমরা বেশি বেশি দোয়া কর।"[সহি মুসলিমি (৪৮২)]

দ্বিতীয় স্থান: শেষে বঠেকরে তাশাহুদে পর, সালাম ফরোনার আগে। দলিল হচ্ছে—ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে তাশাহুদ শিক্ষা দতিনে। এরপর তিনি হাদিসের শেষের দিকে বলেন: "এরপর যা ইচ্ছা প্রার্থনা করবে।"[সহি বুখারী (৫৮৭৬) ও সহি মুসলিমি (৪০২)]

তৃতীয় স্থান: বতিরিরে নামাযের দোয়ায় কনুতে। এর দলিল আবু দাউদ (১৪২৫) কর্তৃক হাসান বনি আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কছু বাণী শখিয়ে দয়িছেন সেগুলো আমি বতিরিরে নামায দোয়ায় কনুত হিসেবে পড়ি:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطِيتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُفْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

(অনুবাদ: হে আল্লাহ আপনি যাদেরকে হদায়তে দান করছেন, আমাকে তাদের সাথে হদায়তে করুন। আপনি যাদেরকে নরিপত্তা দান করছেন, আমাকেও তাদের সাথে নরিপত্তা দান করুন। আপনি যাদের দায়তিব গ্রহণ করছেন, তাদের সাথে

আমার দায়িত্বও গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে যা কিছু দান করছেন, তাতে বরকত দান করুন। আপনি যবে (তাক্বদীর) নরিধারণ করছেন, তার অকল্যাণ থেকে আমাকে বাঁচান। কনেনা আপনি নরিধারণ করনে, আপনার নরিধারণরে বরিদুধে কনেন আপত্ত নিই। নশ্চয় আপনি যাকে নকৈট্য দান করনে, কটে তাকে অপমানতি করতে পারে না। আপনি যার সাথে শত্রুতা করনে, সবে সম্মানতি হতে পারে না। আপনার কল্যাণ অবারতি হোক এবং আপনার মর্যাদা সমুন্নত হোক।)

দ্বিতীয় প্রকার: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযরে বরণনায় যবে স্থানগুলোতে তিনি দোয়া করছেন মরমে উদ্ভূত হয়ছে। কনিতু দোয়াকে দীর্ঘ করনেনি, খাস করনেনি এবং সাধারণ কনেন প্রয়োজন পশে করার প্রতি উদ্ভূত করনেনি। কবেল তিনি কিছু সংখ্যক বাক্য দিয়ে দোয়া করছেন। এ স্থানগুলোর দোয়া সাধারণ দোয়ার বদলে নরিদষ্টি কিছু যকিরি আযকার পড়ার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূরণ।

প্রথম স্থান: তাক্বীরে তাহরীমার পরে সূরা ফাতহা শুরু করার আগে দুয়ায়ে ইস্তফিতাহ।

দ্বিতীয় স্থান: রুকুতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে রুকুতে গিয়ে বলতনে:

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! হে আমাদের রব্ব! আমি আপনার প্রশংসাসহ পবতিরতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন।)[সহি বুখারী (৭৬১) ও সহি মুসলমি (৪৮৪) আয়শো (রাঃ) থেকে বরণতি]

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহি গ্রন্থে এ হাদিসেরে শরিনোম দিয়েছেন এভাবে: "রুকুর দোয়া শীর্ষক পরচ্ছদে"।

তৃতীয় স্থান: রুকু থেকে উঠার পর। দলিল হচ্ছ—আব্দুল্লাহ বনি আবী আওফা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণনা করনে যবে, তিনি বলতনে:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْني بِالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْني مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسْخِ

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা আসমান পূরণ করে, জমনি পূরণ করে, আর এর পরে যা পূরণ করা আপনার ইচ্ছা তা পূরণ করে। হে আল্লাহ! আমাকে পবতির করুন বরফ দিয়ে, শলিা দিয়ে এবং ঠাণ্ডা পানি দিয়ে। হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবতির করুন যভোবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে নরিমল করা হয়)[সহি মুসলমি (৪৭৬)]

চতুর্থ স্থান: দুই সজেদার মাঝখানে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সজেদার মাঝখানে বলতনে:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ، وارْحَمْني ، واجْبُرْني ، واهدني ، وارزُقْني



(অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন, আমাকে হদোয়তের উপর রাখুন, আমাকে রযিকি দিনি।)[সুনানে তরিমিযি (২৮৪) আলবানী সহহিত তরিমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

ইমাম নববী বলেন:

তাতম্মিমা গ্রন্থাকার বলছেন: বলছেন, এ দোয়া-ই করতে হবে এমনটাই নয়। বরং যবে কোন দোয়া করলে সুননত আদায় হয়বে। তবে হাদিসি যবে দোয়াটি এসছে সটো পড়াই উত্তম।[আল-মাজমু (৩/৪৩৭) থেকে সমাপ্ত]

দাঁড়ানো অবস্থায় ক্বরীত পড়াকালওে দোয়া করা উদ্ধৃত হয়ছে। নফল নামাযে এভাবে দোয়া করার ব্যাপারে সরাসরি দললি এসছে। আর ফরয নামাযে এভাবে দোয়া করাকে কোন কোন আলমে নফল নামাযের উপর কয়ীস করছেন। দললিটি হছে হুয়াইফা (রাঃ) এর হাদিস: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়ছেন। তিনি বলেন: যখনই তিনি রহমতের আয়াত পড়তনে থামতনে। থমে দোয়া করতনে। আবার যখন আযাবের আয়াত পড়তনে থামতনে। থমে আশ্রয় চাইতনে।[সুনানে আবু দাউদ (৮৭১), আলবানী 'সহহি আবু দাউদ' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

কুনুতে নাযলো (কঠনি বপিদমুক্তরি দোয়া) এর মধ্যওে দোয়া করার কথা উদ্ধৃত আছে। তবে, এক্ষত্রে মূল দোয়াটি হতে হবে বপিদ থেকে মুক্তরি উপযুক্ত দোয়া। এর সাথে যদি অন্য কোন দোয়াও করে তাত আশা করি কোন অসুবিধা হবে না।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

নামাযের ভতেরে যবে স্থানগুলতে দোয়া করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে সেগুলো মটে ছয়টি। এ ছয়টি উল্লেখ করার পর আরও দুইটি যোগ করছেন:

১। তাকবীরে তাহরীমার পর। এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি বর্ণতি হাদিসি এসছে:

اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... الحديث

(অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমার মাঝে ও আমার গুনাহর মাঝে এমন দূরত্ব তরী করে দিন...শীর্ষক হাদিসি।

২। রুকু থেকে সোজা হলে। এ ব্যাপারে ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণতি হাদিসি এসছে তিনি بعد من شيء বলার পর বলতনে:

اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد



(অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাকে বরফ দিয়ে, শলিা দিয়ে ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পবিত্র করুন)।

৩। রুকুতে। এ ব্যাপারে আয়শো (রাঃ) এর হাদিসে এসছে: তিনি তাঁর রুকুতে ও সজেদাতে বেশি বেশি বলতেন:

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

(অনুবাদ: হে আল্লাহ্! হে আমাদের রব্ব! আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দনি।)[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

৪। সজেদাতে। এটি সবচেয়ে বেশি দোয়া করার স্থান এবং এখানে দোয়া করার আদশে দোয়া হয়েছে।

৫। দুই সজেদার মাঝখানে। (اللهم اغفر لي) (অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দনি)।

৬। তাশাহুদে।

এছাড়াও তিনি কনুতে দোয়া করতেন। ক্বরীত পড়ার সময়ও দোয়া করতেন। যখনই কোন রহমতের আয়াত পড়তেন দোয়া করতেন। যখনই কোন আযাবের আয়াত পড়তেন আশ্রয় চাইতেন।[ফাতহুল বারী (১১/১৩২) থেকে সমাপ্ত]

দোয়া করার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দুইটি: সজেদাতে ও শেষে বঠেকরে তাশাহুদে পর।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

নামাযে দোয়া করার স্থান হচ্ছে- সজেদা ক্বিবা তাশাহুদ।[ফাতহুর বারী (১১/১৮৬) থেকে সমাপ্ত; আরও দেখুন প্রাগুক্ত গ্রন্থেরে (২/৩১৮)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

নামাযে দোয়া করার স্থান: সজেদা ও আত্‌তাহয়িয়াতু শেষে সালাম ফরোনোর পূর্ববে।[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (৮/৩১০)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।